গাংনী সীমান্তে রাস্তার কাজে বিএসএফের বাধা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে হেরিংবোন রাস্তার নির্মাণকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে কাজীপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ৭ এস এলাকার আট কবর যাওয়ার সড়কে হেরিংবোন রাস্তার কাজ চলাকালে ভারতের নদীয়া জেলার গান্ধীনা বিএসএফ ক্যাম্পের তিন সদস্য এসে কাজে বাধা দেন বলে অভিযোগ করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, কাজীপুর বিজিবি ক্যাম্প থেকে সীমান্তের আট কবর পর্যন্ত মাটির রাস্তা দিয়ে কৃষিপণ্য পরিবহন এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে দীর্ঘদিন ধরে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জেলা পরিষদের অর্থায়নে রাস্তাটি হেরিংবোন করা হচ্ছে। কিন্তু কাজ চলাকালে বিএসএফের কয়েকজন সদস্য এসে বাধা প্রদান করেন।

কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় যতবার এই রাস্তা হেরিংবোন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ততবারই বিএসএফ বাধা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আট কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাই ওই সড়কটি উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

এ বিষয়ে কাজীপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান বলেন, বিএসএফের বাধা দেওয়ার বিষয়টি তার জানা নেই।

অন্যদিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি (এসইউপি, পিএসসি, জি) বলেন, সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তিনি জানান, হেরিংবোন রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানোর

কার্যক্রম চলছে। তবে রাস্তা নির্মাণকাজে বিএসএফ বাধা দিয়েছে এ অভিযোগ সঠিক নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গাংনী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৭ এর নিকট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

পতাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ১১ সদস্যের বিএসএফের গান্দিনা ক্যাম্পের এ.সি. সুনিল কুমার এবং বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর বিওপি নায়েব সুবেদার কায়ূম হোসেন ও আসাবুর রহমান।

হস্তান্তরকৃতরা হলেন, ফরিদপুর জেলার বোয়ালিয়া উপজেলার মজুতদিয়া গ্রামের অজিত ঘোষের স্ত্রী অঞ্জনা রানি ঘোষ (৪২), ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গোড়গাঁও গ্রামের কেটিরাম অধিকারীর ছেলে বিমল অধিকারী (৮৭), তার স্ত্রী মালতি অধিকারী (৭৫), একই গ্রামের প্রধান অধিকারীর ছেলে বর্ণ অধিকারী (৩৭), প্রধান অধিকারীর মেয়ে রিয়া অধিকারী (৪), মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ইসমাইল দেওয়ানের ছেলে এস. ডি. বিলায়েত হোসেন (৩৫), একই জেলার বিয়ামকান্দি গ্রামের বিলায়েত হোসেনের স্ত্রী হামিদা বেগম (২৯), ছেলে ইবরাহিম হোসেন (৪), খুলনার কয়রা উপজেলার ভাগবা গ্রামের অরবিন্দু সেনার ছেলে তরুণ সেনা (৩৮), তার স্ত্রী প্রভাতি সেনা (৩০), দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার মাধবপাড়ার মিঠুন মিয়ার স্ত্রী রুমা আক্তার (২০), একই গ্রামের ইরফান আলীর মেয়ে সাবিনা শেখ (৩২), যশোরের শার্শা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামের আয়ূব খানের স্ত্রী শেফালী খাতুন (৪৩), রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপাড়া গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে লিটন মিয়া (৩৫), ঠাকুরগাঁও জেলার

রানীসংকর উপজেলার পূবচর গ্রামের ফরিদের স্ত্রী দুলালী খাতুন (৪৫),লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার মধ্য ধুবনী গ্রামের ছফিয়র রহমানের ছেলে মো. সৈয়দ আলী (৩১), লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রমজান আলী (২৮), রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার কলিমহর গ্রামের মৃত মন্টু মণ্ডলের ছেলে আরজু আহমেদ (৫০), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বেলতলা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জয়নাল হক (২৬), একই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে গোলাম মোস্তফা (২৯), একই উপজেলার চরদিয়ার মানিকচাক গ্রামের মাহাবুর রহমানের ছেলে মো. রুবেল (৩৩), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চরআলাতুল উপজেলার লুতারুপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে মো. নেজবাউল (২৬), একই জেলার পাইনেপাড়া গ্রামের আইজুদ্দিনের ছেলে পারভেজ মোসারফ (৩৭), মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বাগেরহাট গ্রামের ফিরকানরবাদশার ছেলে মোহাম্মদ ইমরান (২৪), চাঁপাইনবাবগঞ্জের হাকিমপুর গ্রামের আব্দুল গাফ্ফার শেখের ছেলে মোহাম্মদ আসাদুল শেখ (১৮), একই জেলার হরিশপুর গ্রামের সোলেমান শেখের ছেলে ইমদাদুল শেখ (৫০), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাগওয়ান্তাপুর গ্রামের হুমায়ুন কবিরের ছেলে মঈন আলী (৩৬), একই জেলার আতাহারী গ্রামের দুরুল হুদার ছেলে খাইরুল ইসলাম বাবু (৪০), শ্রীমান্তাপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ ইদ্রিস আলীর ছেলে মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (৪০), নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার পাথারিপাড়া গ্রামের নাইমুল আলীর ছেলে গোলাম রাব্বানী (৩১), যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বারখাদুরা গ্রামের শিশির পালের ছেলে প্রকাশ পাল (৩৪), ঢাকা জেলার সাভারের জাহাঙ্গীর বেদের ছেলে চহালাম বেদ (৩৫), একই স্থানের মৃত আমির মালের ছেলে কেরামত মাল (৫৬), খুলনার বটিয়াঘাটার বারভুইয়া গ্রামের মাহাবুর রহমানের ছেলে মেহেদী হাসান শেখ (২৪), নওগাঁর সাপাহার উপজেলার পশ্চিম কুর্মিডাঙ্গা গ্রামের দুরুল হুদার ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৩১), রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গোদাগাড়ী গ্রামের মৃত রাসেল আলীর ছেলে আসমাউল হুসাইন (১৯), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চরহনুমানতানগর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (২০), একই এলাকার আরজ আলীর ছেলে মাসুম রেজা (২৯), কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার সুকাতি গ্রামের মৃত ইকব্বর শেখের ছেলে মোহাম্মদ রইস খান (৩৬)।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল উপস্থিত ছিলেন।